

রমযানের তাৎপর্য এবং তার মোজেজা-১

সাব্বিদ কামরান মির্জা

স্থানীয় ইসলামিক সেন্টারে ঈদের নামাজ পড়তে যেয়ে কিছু নতুন জ্ঞান অর্জন হল যাহা আন্তরজালের পাঠকদের সঙ্গে share না করলে খুবই আন্যায় হবে। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি পাঠকদের কাছ থেকে আমার বাংলা বানান ভুলের জন্য, কারণ বেশ অনেকদিন পর বাংলা লিখতে যেয়ে বার বার হোচট খাচ্ছি বাংলা বানান নিয়ে।

সে যাই হউক, আমেরিকার একটি অতিবড় শহরে আমি বাস করি। সেই বড় শহরের সবচেয়ে বড় ইসলামিক সেন্টারে যথারীতি ঈদের নামাজ আদায় করতে গিয়েছিলাম সেদিন। আমেরিকান কালো-আদমিরা যে দলে দলে ইসলামে দিক্ষিত হচ্ছে তার কিছুটা নমুনা টের পেলাম মশজিদের প্রায় ৪০% নামাজিই কালা আদমি দেখে। ইসলামিষ্টরা “Islam is fastest growing religion” বলতে কি বুঝায় তাহা টের পাওয়া গেল কিছুটা। কারণ সারা মসজিদ খুজে একটিও সাদা আমেরিকানের টিকিটিও দেখা পেলাম না। যাক এটা অবস্য অন্য প্রসঙ্গ।

এইকালো মুসলিমদের ধুম-দারাক্ষা মার্কা ঠেলা- ঠেলিতে প্রায় চেপ্টা হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলাম আরকি। ওদের লম্বা-কালো বিরাট শরীরের চাপের মধ্যে দাড়িয়ে (কারণ দুই নামাজীর মাঝে এক রদ্বিও ফাঁক থাকা যাবে না পাছে সয়তান নামাজে খাড়া হয়ে যায়) কোন রকমে নামাজ আদায় করলাম এবং এবার ইমামের খুদবার পালা। ইমামটি ছিলেন একজন যুবক সম্ভবত পাকিস্তানি বা কোন আরব হবেন। ইমাম সাহেব তার খুদবা পাঠ করলেন অর্দেক আরবীতে এবং অর্দেক ইংরেজিতে। আরবী কুদবার কিছুই বুঝি নাই, তবে তার ইংরেজি কুদবাটি ছিল নিম্নরূপঃ

ইমাম তার বাচন-ভঙ্গিতে বললেন যে সারামাস রোজারেখে আল্লাহর বান্দাগন যখন মশজিদে সমবেত হন ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য তখন আল্লাহ তার ফেরেস্তাগনদের নিয়ে আকাশে এক মহা সভার আয়োজন করেন। সেই সভাতে আল্লাহ সকল ফেরেস্তাদের কাছে জানতে চান রোজাদারদের এই কঠোর সিয়ামের জন্য আল্লাহ-তায়াল্লা তার বান্দাদেরকে কি পুরুস্কার দেওয়া উচিত! ফেরেস্তাগন একবাক্যে বলতে থাকে, “হে আল্লাহ আপনি তাদেরকে উপযুক্ত পুরুস্কারই দিবেন।” আল্লাহ-সোবাহানা তায়াল্লা তখন ঘোষণা করেন—“**আমি আমার ইমানদার বান্দাদের পেছনের (past) সকল গুনাহ মাপ করে দেব। এবং তারা আজ ঘরে ফিরবে একটি পবিত্র পাপহীন শিশুর ন্যায়।**” ইমাম বলতে থাকেন—সোবাহানা ব্রাদার এন্ড সিস্টার, আপনারা আজ খুশিমনে ঘরে ফিরুন। তবে আমার ছয়টি অনুরোধ আছে। এবং এই ছয়টি অনুরোধ হল নিম্নরূপঃ

১। আপনারা সবার পরিবারে ইসলামী ধারার জিবন-যাপন কায়ম করবেন।

২। আপনারা সবাই তাদের পরিবারের মেয়েদেরকে ইসলামী পোষাকে অভ্যস্থ করবেন এবং সকল মেয়েদেরকে ইসলামী পর্দার ভিতরে রাখতে চেস্টা করবেন।

৩। স্ত্রীগনদের সকলকে এদেশের unislamic life style থেকে অনেক দূরে রাখবেন।

৪। নিজ নিজ সন্তান দেরকে এদেশের unislamic কালচার থেকে অনেক দূরে রাখবেন।

৫। ছেলেমেয়েদের সকলকে ইসলামী শিক্ষা দেবার চেস্টা করবেন এবং কোন মুসলিম

মা-বোনদের সঙ্গে যেন কোন মুসলিম ভাই **হেভসেক** না করেন। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের হেভসেক করা Unislamic culture এবং ইহা মহা পাপের কাজ।

৬। সকল মুসলিম **ভাইগন Music থেকে** নিজকে বহু দূরে রাখবেন, কখনো কোনরূপ মিউজিক শুনবেন না। আপনারা এই মশাজিদ থেকে বেড় হয়ে গাড়ীতে যেয়েই Music শুনবেন না যেন। কারণ music শুনলে আবার গুনাগার হয়ে যাবেন।

এই মিউজিক নিষেদের কথা শুনে আবুল কাসেমের লেখা 'ইসলামে মিউজিক হারাম' Article টির কথা মনে পড়ল। আরও মনে পড়ল গত দুইহাজার সালে এই শহরেরই আর একটি মসজিদে এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে এক মস্তবড় ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনিও বলেছিলেন, **“মুসলমানদের গান-বাজনা শুনা মহা পাপের কাজ, কারণ গান-বাজনা হল গিয়ে শয়তানের ভাষা। এবং আজানই হল মুসলিমদের মিউজিক”** সবচেয়ে দঃখের কথা হল মুসলিমদের মধ্যে কোন অগ্রগতি মোটেও হয়নাই গত ১৪শত বৎসরেও। তার বড় প্রমান হল—এই ২১তম সেন্টুরীতে এসেও মুসলিমদেরকে শুনতে হচ্ছে সেই শতম সেন্টুরীর অন্ধকারের বস্তাপচা কথাবার্তা।

এলেখটি লিখার সময়ই ঢাকার জনকণ্ঠে (২৬ নবেম্বর, ২০০৩) একটি মজার খবর পড়লাম। কুমিল্লা জেলার একটি গ্রাম নাম তার হোসেনপুর। সেই গ্রামে এক বিক্ষাত মোল্লার ফতুয়ার দ্বারা রোজার মাসে টিভি এবং রেডিও নিষিদ্ধ থাকে সারা মাস। কারণ রোজার মাসে টিভি-রেডিওতে গান-বাজনা শুনলে আল্লাহ রোজার সওয়াব কমিয়ে দেন অনেক, তাই। এবং এব্যবস্থা শুধু এবৎসরই পালন হচ্ছে না; গত ১০ বৎসর যাবতই এই নিয়ম কঠিনভাবে পালন করা হচ্ছে।

ঘঠনাটি কি?

আল্লাহ সোবাহানা তায়ালা মুসলিম রোজাদার দের সকল গুনাহ মাপ করে দিবেন ইমাম সাহেব একেবারে ঢালাওভাবেই বলে দিলেন কোন বাদবিচার ছাড়াই। অর্থাৎ **এই মুসলিমদের মধ্যে কেউ যদি মানুষ খুন করে থাকে, চুরি করে থাকে, রেপ করে থাকে, কাউকে ব্যবসায় ঠকিয়ে থাকে তবুও সকলের গুনাহ মাপ করে দিবেন আল্লাহ সোবাহানা তায়ালা।** কি মজাদার ব্যবস্থা ইসলামে। আল্লাহ কত দয়ালু, কত মাহানুভব? আর তাই বোধহয় মুসলিম দেশে এত corruption and dishonesty অবস্থান করছে আজ। কারণ, যত পাপই করুক না মুসলিমরা, বৎসরের শেষে একমাস রোজা রেখে ঈদের নামাজ পড়লেই ত সকল গুনা পরম-দয়ালু আল্লাহ-সোবাহান আল্লা-তায়ালা মাপ করে দিবেন। আর হজ্জ পালন করলেত কোন কথাই নেই। কাজেই একটু-আদটু পাপ করলেই বা কি? সাধে কি এদেশের কালো ক্রিমিনালগুলো দলে দলে মুসলিম হচ্ছে এদেশের জেলখানাগুলোতে? তারাও এই সুযোগে বেহেস্তলাভ করতে চায় সটকাট। ব্যবস্থাটা কিন্তু মোটেও মন্দ নয়!

এদিকে ভিন্নমতে **নসু বেপারী-রুদ্-উম্মাদ-গংরা** আমাদেরকে এস্তার হাসাচ্ছেন তাদের রসালো লেখা উপহার দিয়ে। এমনি একটি লেখাতে পড়লাম—নসু-গেদু বেপারীরা শেষপর্জন্ত কাফেরদের তৈরী কম্পিউটারকেও “ওজু” করিয়েছে পাক পবিত্র করার জন্য। তাই আমার মনে পড়ে গেল এই কাফেরের দেশে মুমিন-মুসলিমদের হালাল মাংস খাওয়ার কথা। শুনেছি গরু-মুরগিকে হালাল করার নিমিত্ত নাকি মুসলিম গুণধর ভাইগন কাফেরদের কসাইখানাতে কেসেটে “বিসমিল্লাহ” বলার ব্যবস্থা করে দেন যাতে দ্রুত মেশিনে জবাই করা পশু-পাখি পবিত্র আল্লাহর নামের গুনে হালাল হয়ে যায়। এখন কথা হলো যে—এসব কেসেট প্লেয়ারগুলোকে কসাইখানাতে ওজু করায় কিনা, তার কি কেউ কোন খবর রাখে? এটা নিয়ে বডডই চিন্তায় পড়ে গেলাম। যাক আর নয়, গিল্মি এদিকে ঢেকে হয়রান হচ্ছে কাফের দের জবাই করা থ্যাঙ্কসগিতিওং ডের বে-হালাল টার্কি খেতে, তাই এখানে শেষ করছি আজ।